

স্মারক নং-৪৩.২৫.০০০০.০০৩.০৩৮.২৭.০০৩৮.২৬.

তারিখ : ৫/৬/২০২৬ খ্রি.

বিষয় : কারণ দর্শানো নোটিশ।

আপনি জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম, জুনিয়র টেকনিক্যাল এসিস্টেন্ট (লাইব্রেরি), আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে একজন স্থায়ী কর্মচারী হিসেবে কর্মরত আছেন। আপনি নিশ্চই অবগত আছেন যে, ‘সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯’ অনুযায়ী সরকারের প্রতিটি দপ্তরে দূত দাপ্তরিক যোগাযোগ, নেওয়ার্কিং এবং জনবান্ধব প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরেও কর্মচারীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপ প্ল্যাটফর্মে ‘আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর পরিবার’ শিরোনামে একটি গ্রুপ রয়েছে। উক্ত গ্রুপে আপনি বিভিন্ন সময়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯’ পরিপন্থী পোস্ট করে থাকেন যা কর্মচারীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিধায় আপনার এ ধরনের কর্মকাণ্ড দাপ্তরিক শৃঙ্খলা পরিপন্থী।

০২। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় অধিদপ্তরের গত ৩০/০৭/২০২৬ তারিখ ১৮২৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের নিমিত্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ০১ (এক) দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ জমা দেয়ার আদেশ জারি করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ‘সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯’-এর ১০(ছ) অনুযায়ী ‘জনমনে অসন্তোষ বা অপ্রীতিকর মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো বিষয়, লেখা, অডিও বা ভিডিও ইত্যাদি’ প্রকাশ করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও আপনি অধিদপ্তরের দাপ্তরিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গ্রুপ হোয়াটসঅ্যাপ প্ল্যাটফর্মে গত ০৪ আগস্ট ২০২৬ তারিখ দুপুর ১২:৫৮ মিনিটে একটি অসংগত, বিভ্রান্তিমূলক ও অপ্রীতিকর পোস্ট করেছেন যা নিম্নরূপ :

“আমার জানামতে বাংলাদেশের অন্যকোন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর চটগ্রামের বন্যার টাকা দিতে হবে কোন নোটিশ/চিঠি প্রদান করা হয়নি। বন্যার জন্য সরকার কর্তৃক প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসাবেও ঘোষণা করা হয়নি। আমার জানামতে আমাদের অফিস শুধু বন্যার টাকা দেওয়ার জন্য নোটিশ প্রদান করেছে।”

০৩। অধিদপ্তরের দাপ্তরিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গ্রুপ হোয়াটসঅ্যাপ প্ল্যাটফর্মে আপনার এ ধরনের পোস্টের কারণে কর্মচারীদের মাঝে এক ধরনের সংশয় বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। দাপ্তরিক গ্রুপে আপনার এ ধরনের স্বেচ্ছাচারীমূলক পোস্ট সরকারি সিদ্ধান্তকে অবজ্ঞা প্রদর্শনের পর্যায়ভুক্ত অপরাধ। এ কারণে গত ০৪ আগস্ট ২০২৬ তারিখ আনুমানিক দুপুর ৩:৩০ মিনিটে উপপরিচালক (প্রশাসন) আপনাকে তার অফিসক্ষেত্রে ডেকে পাঠায়। তিনি আপনার এ ধরনের পোস্টের কারণ জানতে চাইলে আপনি বলেন ‘কোনো অফিসই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য টাকা নিচ্ছে না। শুধুমাত্র আমাদেরকেই কেন দিতে হচ্ছে? এখানে (গ্রুপে) আমি তেমন কি লিখেছি?’ আপনাকে বিষয়টি বারবার বুঝানোর চেষ্টা করা হলেও আপনি তা বুঝতে চাননি। এ সময় আপনি উপপরিচালক (প্রশাসন)-এর সঙ্গে উদ্ধৃত্যপূর্ণ ও অসংযত আচরণ করেন যা সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

০৪। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বেও আপনি অধিদপ্তরের দাপ্তরিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গ্রুপ হোয়াটসঅ্যাপ প্ল্যাটফর্মে সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপতৎপরতা চালিয়েছেন। আপনার এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ২(খ)(ই) ‘আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে সরকারের কোনো আদেশ, পরিপত্র এবং নির্দেশ অবজ্ঞাকরণ’ অনুযায়ী অসদাচরণের সামিল।

০৫। এমতাবস্থায়, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী কেন আপনার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক/বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার সন্তোষজনক জবাব আগামী ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

(খন্দকার জাহিদুল ইসলাম)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন: ২২২২১৮৩৪৬
ই-মেইল: dg@nanl.gov.bd

বিতরণ : জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম, জুনিয়র টেকনিক্যাল এসিস্টেন্ট (লাইব্রেরি), আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে) :

- ১। চীফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। সহকারী গ্রন্থাগার পরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। সহকারী প্রোগ্রামার-২, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৪। মহাপরিচালকের একান্ত সহকারী, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৫। পরিচালক (আরকাইভস, প্রশাসন ও অর্থ)-এর একান্ত সহকারী, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৬। পরিচালক (গ্রন্থাগার)-এর একান্ত সহকারী, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৭। ব্যক্তিগত নথি/সার্ভিস বুক।
- ৮। সংশ্লিষ্ট নথি।